দৈনিক ইনকিলাব

135

তারিখ 8 MAY 1987
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

২৪শে বৈশাখ ১৩৯৪ বাং

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষা

'সরকারী কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার অপরিহার্য'— সরকারের এ পদক্ষেপে এ দেশের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী অত্যন্ত আনন্দিত। এই পদক্ষেপে এ দেশের ছাত্র সমাজকে বাংলা ভাষায় উচ্চ শিক্ষা সমাপন করার একটা সুযোগ করে দিলো। '৫২ সালের ভাষা আন্দোলন— সরকারের এ পদক্ষেপের কারণে যথার্থতা পেলো। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আমরা ইংরেজদের দুইশ' বছর গোলামী করার কথা যেন আমরা ভুলিনি। এদেশের উচ্চ ডিগ্রীধারী ব্যক্তিবর্গ এদেশের সম্পদ। অথচ তাঁরা একটু এগিয়ে এলেই এ দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষা বাংলা ভাষায় সমাপন করতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই শ্রেণীভুক্ত বিষয়ের প্রতিটি পড়াই ইংরেজীতে পড়ান এবং ব্ল্যাকবোর্ডে সবসময়ই ইংরেজী শব্দ লিখে থাকেন।

শ্রেণীভুক্ত সকল বিষয়ের জন ইংরেজী বইয়ের নাম দিয়ে থাকেন— কেননা বাংলায় উপযুক্ত বই নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৯০ জন ছেলে-মেয়ে বাংলায় পড়াশুনা করে এবং পরীক্ষাও বাংলায় দিয়ে থাকে। কিন্তু বাংলায় পরীক্ষা দিতে গিয়ে ইংরেজীতে পরীক্ষা দেয়ায় চেয়েও কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা আমাদের ইংরেজী বইয়ের বাংলায় ভাষান্তর করতে প্রচর কষ্ট ও সময় লাগে।

কোন কোন ইংরেজী বইয়ের ভাষান্তর করা ছাত্রদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। অথচ আমাদের শিক্ষকরা একটু কষ্ট করলেই ব্ল্যাকবোর্ডে বাংলা শব্দ এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর বাংলায় লেকচার শীট দিতে পারেন। কিন্তু আমরা যারা ছাত্র-ছাত্রী তারা তা পাই না। কোন জাতিই মায়ের ভাষাকে বর্জন করে উন্নতির আলো দেখতে পায় না। পৃথিবীর প্রতিটি উন্নত দেশেই এর প্রমাণ রয়েছে। এছাড়া সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন অর্ডিন্যান্স, এ্যাক্ট বাংলা ভাষায় ভাষান্তর হয়নি। তাই এ ব্যাপারে আমার কয়েকটি সুপারিশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৩৬টি বিভাগ রয়েছে। এ বিভাগগুলোর যারা শিক্ষক রয়েছেন তাঁদের দিয়ে প্রতিটি শ্রেণীভুক্ত ইংরেজী বই অতিসত্বর বাংলা ভাষায় ভাষান্তর করা প্রয়োজন। ধীরে ধীরে বাংলায় বই না করে এক বছরের ভিতরই যেন বিভিন্ন বিভাগের শ্রেণীভুক্ত বই বাংলায় করা হয়। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও ঠিক এ রকমই পদক্ষেপ নেয়া উচিত। বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি দিবেন বলে প্রত্যাশা করি।

—মোস্তফা জসিম রায়হানী